বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

(বাংলাদেশ চা বোর্ডের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

শ্রীমঙ্গল-৩২১০, মৌলভীবাজার।

টেলিফোন : ০৮৬২৬-৭১২২৫
ফ্যাক্স নং : ০৮৬২৬-৭১৯৩০
ই-মেইল : directorbtri@gmail.com
ওয়েব : www.btri.gov.bd

প্রুনিং পরবর্তী চা আবাদীতে সঠিক ও কার্যকরী উপায়ে উঁইপোকা দমন

চায়ে উঁইপোকা সাধারণত 'উলুপোকা' নামে বেশ পরিচিত। এরা আইসোপটেরা বর্গের পোকা যাকে হোয়াইট অ্যান্টও বলা হয়। মৌমাছির মতো এরা সামাজিক পতঙ্গ। ইহা চায়ের অন্যতম মুখ্য ক্ষতিকারক পোকা। চা গাছের মরা-পচা বা জীবন্ত অংশ খায়। এরা মাটিতে ও গাছের গুড়িতে ঢিবি তৈরী করে বাস করে। এদের কলোনিতে রাজা, রানী, সৈনিক ও শ্রমিক উঁইপোকা একত্রে বাস করে। কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেনীই চা গাছ খেয়ে থাকে। সাধারণত শীত মৌসুমে উঁইপোকার আক্রমণ প্রকট হয়। বর্ষা মৌসুমে এদের মাটির গলিপথ ধুয়ে যায় বিধায় আক্রমণের মাত্রা/তীব্রতা কমে যায়। সাধারনত এদের আক্রমণে প্রায় ২২.৫৬% শস্য ক্ষতি হয়ে থাকে।

ক্ষতির প্রকৃতিঃ

উঁইপোকা কান্ড বা মাটির উপরিভাগে মাটি দিয়ে তৈরী গলিপথ বানিয়ে চলাচল করে। গলিপথের ভেতরে থেকে কুড়ে কুড়ে চা গাছ খায়। ছায়াগাছও এরা অনুরূপভাবে আক্রমণ করে। কান্ড, ডালপালা, শেকড় এমনকি সেলুলোজযুক্ত সকল অংশই এদের প্রিয় খাদ্য। উঁইপোকার আক্রমণ ব্যাপক হলে পূর্ণাঙ্গ চা গাছের মাত্র দু-একটা শাখা জীবিত থাকে। এদের আক্রমণে যখন চা গাছ সম্পূর্ণারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন গাছের গোড়া হতে প্রচুর চিকন কান্ড বের হতে দেখা যায়।

উঁইপোকার আক্রমণে ব্যাপকতার ধরণ

- তাৎক্ষণিক ক্ষতি হওয়ায় চা গাছের পাতার অন্যান্য পোকামাকড়ের প্রতি বেশি নজর থাকার কারণে উঁইপোকার ক্ষতির বিষয়টি সহজে অলক্ষিত থেকে যায়।
- উঁইপোকার ক্ষতির বিষয়ে চা চাষীদের সচেতনতার অভাব।।
- চাষাবাদ ও যান্ত্রিক দমন পদ্ধতিগুলো জোরদার না করা।
- মাটির নিচে ও মাটির গলিপথ দিয়ে চলাচলের অভ্যাস।
- উচ্চ প্রজনন ক্ষমতার অধিকারী।
- সেকশনে বিকল্প পোষকের প্রাচুর্যতা।
- পাতার পোকামাকড়ের তুলনায় উঁইপোকার ক্ষতি ধীর প্রকৃতির।
- একক উদ্ভিদ হিসেবে একই জমিতে বছরর পর বছর চা চাষের কারণে মাটির উর্বরতা ও গঠন পরিবর্তিত হওয়ায় চা গাছ উঁইপোকার প্রতি আরও সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে।

বর্ণিত বিভিন্ন আবাদী এলাকায় এদের দমন পদ্ধতি জোরদার করা একান্ত জরুরী:

- ✓ পুরনো আবাদী এলাকা
- ✓ নতুন আবাদী এলাকা
- ✓ বীজ ও ক্লোন নার্সারী
- ✓ আবাদীতে উঁইপোকার ঢিবি এলাকা

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:

চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ:

- উঁইপোকা প্রতিরোধী জাত/ক্লোন নির্বাচন করতে হবে। মণিপুরি বা মণিপুরি-চায়না হাইব্রিড জাত অথবা বিটি ৪, বিটি ৬, বিটি ৭, বিটি ৮ ও বিটি ৯ ক্লোন সমূহ উঁইপোকা প্রতিরোধী জাত। বিটি ১০ ও বিটি ১১ ক্লোনদ্বয় উঁইপোকার প্রতি বেশ সংবেদনশীল।
- তিন বছরের প্রুনিং চক্র (এলপি-ডিএসকে-এলএসকে) উঁইপোকার প্রাদুর্ভাব কমাতে সাহায্য করে।
- খাবারের ফাঁদ যেমন- মরা বাঁশের খন্ড, নরম কাঠ, বগামেডুলা ব্যবহার করে উঁইপোকার আবির্ভাব সনাক্তকরণ ও ধ্বংস করা।
- বেশ কিছু উপকারি পোকা আছে যারা উঁইপোকা খায়। এদেরকে চা আবাদীতে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ছাঁটাই করার সময় আক্রান্ত ডাল-পালা, শিকড়/গুড়ি চা আবাদী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পুনরাবাদ এলাকায় উঁইপোকার কলোনী/ঢিবি খুঁজে বের করা এবং ধ্বংস করা।
- নার্সারীতে কাটিং চারাসমূহ প্রায় উঁইপোকা দ্বারা আক্রান্ত/খাওয়া হয়ে থাকে। কাটিং রোপনের পূর্বে টপ সয়েল অবশ্যই উঁইপোকানাশক দ্বারা সঠিক ভাবে পরিশোধিত করে নিতে হবে।

মেকানিক্যাল/যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ:

- চা আবাদীতে উঁইপোকা নিয়ন্ত্রণের সর্বাধিক টেকসই ও কার্যকরী পদ্ধতি হলো রানী উঁইপোকা সংগ্রহ। উঁইপোকার রানী সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। এতে বংশবৃদ্ধি ব্যহত হবে। সঠিক ও যথাযথ উপায়ে কলোনী ধ্বংস করতে হবে যাতে একই কলোনীতে পুনরায় রানী উঁইপোকা জন্মাতে না পারে।

রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ:

হেক্টর প্রতি ১০০০ লিটার পানিতে **ইমিডাক্লোপ্রিড ২০এসএল** @ ১.৫ লি. অথবা **ক্লোরোপাইরিফোস+সাইপারমেথ্রিন** ৫০৫ইসি @ ৪.০ লি. অথবা **ফিপরোনিল ৫০ এসসি** @ ১.৫ লি. অথবা **এসিটামিপ্রিড ২০এসপি** @ ৫০০ গ্রা. ভালো ভাবে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি:

কীটনাশক প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই গাছের গোড়ার মাটি ফর্কিং ও পরিস্কার করতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক চারার জন্য গাছ প্রতি ১০০-১৫০ মিলি. এবং প্রাপ্ত বয়স্ক বুশের জন্য ১৫০-২০০ মিলি. ঔষধ মিশ্রিত পানি প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োগ সংখ্যা:

বিটিআরআই অনুমোদিত ইমিডাক্লোপ্রিড ২০এসএল অথবা যে কোন ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপ বছরে **এক বার**; ক্লোরোপাইরিফোস+ সাইপারমেথ্রিন ৫০৫ইসি বছরে **তিন বার** এবং এসিটামিপ্রিড ২০এসপি অথবা অন্যান্য গ্রুপ বছরে **দুই বার** প্রয়োগ করতে হবে।

(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
কীটতত্ত্ব বিভাগ।

(ড. মোহাম্মদ আলী)
পরিচালক
বিটিআরআই।